প্রচলিত জাল হাদীস

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রচলিত
জাল হাদীস

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

প্রচলিত জাল হাদীস
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৯৩
পনেরতম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৪

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশদাশ লেন,
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

* আমার চিন্তাধারা ৬

* ভূমিকা ৮

* হাদীসের কিছু পরিভাষা ৯

* সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের পরিচয় ১০

* কয়েকটি প্রচলিত জাল হাদীস যা আল কুরআনের স্পষ্ট পরিপন্থি তা নিম্নে দেওয়া হলো ১২

* প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে আল্– কুরআন ১৩

* তাবলীগ নিসাবের কয়েকটি জাল হাদীস ২৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার চিন্তাধারা

জাল হাদীসের ব্যাপারে আমার কেন এত মাথা ব্যাথা, এ প্রশ্নের জবাবের আমার চিন্তাধারা সহজ সরলভাবে তুলে ধরতে চাই।

আমার চিন্তা

১। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। এর অর্থ আল্লাহ্ আমাদের যা বলতে চান এবং যেপথে চালাতে চান তা আল্লাহ্ বলে দেবেন রাসূলের (সাঃ)-এর মাধ্যমে। আর আমরা তা মেনে নেব এবং সেই মুতাবিক চলব। এইটাই আমাদের বিশ্বাস এবং এইটাই আমাদের আক্বীদা। আশা করি এ ব্যাপারে কেউই কোন দ্বিমত পোষণ করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন যা জাল হাদীস, অর্থাৎ যা রাসূল (সাঃ) কখনও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি এই ধরণের যে কোন কথাই হলো জাল হাদীস। এখন প্রশ্ন যেটা রাসূল (সাঃ) কথা নয়, সেটা কারো না কারো কথা তো বটেই। সেটা যারই কথা হোক না কেন তা আদৌ রাসূল (সাঃ) কথা নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যিনি রাসূল নন এমন কোন ব্যক্তির কথাটাকে যদি রাসূল(সাঃ) এর কথা বলে মানি তাহলে কমপক্ষে দুইটি কথার যে কোন একটা মানা হয়। যথাঃ (১) সেটা যার কথা তাকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলে মেনে নেয়া হয় অথবা (২) রাসূলের (সাঃ) এর নাম করে মিথ্যা রচনা করা হয়। এখন বলুন এর কোনটা ইসলামের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে?

এরপর প্রশ্নঃ আল্লাহর রাসূল আল্লাহর শেখান কথা দিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর ইসলামের দিকে ডেকেছেন, ফলে রাসূল (সাঃ) এর জামানার মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক বিপ্লবী চেতনা। যে চেতনা সাহাবীদের মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে বরং আল্লাহর জমীন থেকে যাবতীয় মিথ্যা অন্যায় অপকর্ম দূর করে সেখানে খালেস পূর্ণাঙ্গ কুরআনী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে জিহাদে নামতে, রক্ত ঝরাতে এবং প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিতে হয়েছে।

কিন্তু আজ তা অর্থাৎ সেই উদ্দম উদ্দিপনা মুসলমানদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ হলো বেশী বেশী করে জাল হাদীসের প্রচলন বাড়ান। এতে ফল হচ্ছে এই যে, রাসূল (সাঃ) সারা জীবন মাথার ঘাম

www.pathagar.com

পায়ে ফেলে গায়ের রক্ত ঝরিয়ে হিজরাত করে যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তা মাত্র ২/১টা জাল হাদীসের মাধ্যমেই ঢেকে ফেলা হচ্ছে। যেমন ১টা ছোট্ট উদাহরণ নিন, ধরে নিন একজন তাগড়া জওয়ান যে ৫ মণ ভার সহজে উত্তোলন করতে পারে সে প্রত্যহ যা খায় তা কম ভিটামিনযুক্ত নয়, যথেষ্ট ভিটামিন এবং পুষ্টিকর খাদ্য তাকে প্রত্যেক দিন খেতে হয়। কিন্তু তার সব ভিটামিন এবং ঐ ভিটামিন থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিতে এবং ঐ জওয়ানকে একেবারে জীবনে মেরে ফেলে দিতে যেমন বেশী নয়, মাত্র ১চামচ এন্ডিনই যথেষ্ট তেমনই রাসূল (সাঃ) এর মূল দাওয়াতকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং গোটা কুরআনের আহবান ও শিক্ষাকে নষ্ট বা বাতিল করে দেয়ার জন্যে মাত্র ২/১টা জাল হাদীসই যথেষ্ট।

আলো নিভে গেলে যেমন অন্ধকার আপছে চলে আসে তেমন সহীহ ইসলামের অবর্তমানে জাল ইসলামকে দাওয়াত করে আনতে হয় না। তা আপছে চলে আসে। ঠিক তেমনই বর্তমান যুগের সচেতন আলেমগণ নির্লিপ্ততার কারণে মুসলীম উম্মার একটা বিরাট অংশকে আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের রাস্তা পরিত্যাগ করে নকর বা জাল হাদীসের উপর একটা নকল ইসলামকে দাঁড় করান হচ্ছে। যাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম থেকে সরিয়ে নিয়ে একেবারে বৈরাগ্যবাদ নকল ইসলামের দিকে প্রত্যহই ডাকা হচ্ছে। এর উপর বুদ্ধিমান সচেতন মুসলমানগণ যেন নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ হন, এই চিন্তা নিয়েই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমাদের ছোট কাল থেকেই এমন কতকগুলো হাদীস আমরা শুনে আসতেছি যা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে এমনভাবে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, সেগুলো যে রাসূল (সাঃ) এর মুখের বাণী নয়, তা বললে জীবন বাঁচানও কষ্টকর অন্ততঃ আমাদের এ সমাজে। কারণ বর্তমান সমাজ যাদেরকে বক্তৃতার মঞ্চে দেখে থাকেন এবং ইসলামের বড় বড় মুবাল্লিগ মনে করেন এবং যাদের কথাকে আমরা কি ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিই তাঁদেরকেও দেখি জাল হাদীস দিয়ে ওয়াজ করছেন। তখন মনে মনে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না, আর সত্যিকার অর্থে রাসূল (সাঃ) যা বলেননি তা যদি রাসূলের কথা নামে চালিয়ে দেই তবে তা যে ইসলামের জন্যে কত বড় ক্ষতিকর তাকি আমরা কেউই একবারও ভেবে দেখেছি ? ইমাম বোখারী, তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে রাসূল (সাঃ) এর একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে,

مَنْ كَذَّبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (بُخَارِىْ)

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার নামে মিথ্যা বলে সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করুক।" অনুরূপ একটা হাদীস আসছে মুসলিম শরীফে, সেখানে বলা হয়েছে-

مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ (مُسْلِم)

যে ব্যক্তি আমার নামে কোন হাদীস বর্ণনা করে এবং জানে যে তা মিথ্যা তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন। এ কারণে আমি প্রত্যেক আলেমওলামা, পীর মাশায়েখ ইমাম ও ওয়াজীনদের প্রতি সবিনয়ে নিবেদন জানাচ্ছি যে, আপনারা যখনই কোন হাদীস বর্ণনা করেন তখন যেন বিনা তাহকীকে তা না বলেন। কারণ এরূপ করলে সাধারণ মানুষ ভুলের সমুদ্রে

www.pathagar.com

হাবুডুবু খাবে। সত্যিকার ইসলাম বোঝা কারোর জন্যই আর সম্ভব থাকবে না। আর এ জন্য গোটা মুসলিম জাতী যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার দায় দায়ীত্বও তাদেরকেই বহন করতে হবে যারা বিনা তাহকীকে ওয়াজে (জালহাদীস) বলে ফেলেন যে, এটা রাসূলের হাদীস। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইসলামকে একটা অবৈজ্ঞানিক ধর্ম হিসাবে যারা প্রমাণ করতে চায় তারা বিশেষ পরিকল্পিত পন্থায় এমন সব কথা হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেন, যেমন এক দিকে তা রাসূল (সাঃ) তো বলেনই নাই অপর দিকে তা আল কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থি। এগুলোকে যাচাই বাছাই করে দেখার কি দরকার নেই যে, তা সহীহ হাদীস না কি জাল হাদীস?

কাজেই বড় বড় নাম করা আলেমগণ যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে একটু সময় ব্যয় করে চিন্তা করেন যে, যেসব হাদীস আমরা বর্ণনা করে যাচ্ছি তাকি আল কুরআনের কোন স্পষ্ট আয়াতের সঙ্গে সাংঘষিক কিনা তবে তার মাথায় অবশ্যই ধরা পড়বে যে, কোন কোন হাদীসগুলো আল কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের অর্থের সঙ্গে দক্ষুর মত সাংঘর্ষিক।

আমি এখানে শুধু চিন্তা করার জন্যে মাত্র ১৫টা এমন প্রচলিত হাদীসের কথা উল্লেখ করতে চাই যা থেকে চিন্তার মধ্যে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। এবং সবাই যেন এ ব্যাপারে চিন্তা করেন। আমি হাদীসের শিক্ষক হিসাবে কাউকে হাদীস শেখানোর মন নিয়ে এ ছোট্ট কিতাব লিখতে বসিনি। লেখার কাজে হাত দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ওলামা সম্প্রদায় যেন নিরপেক্ষ মন নিয়ে আল কুরআনের সঙ্গে মিল করে এবং সহীহ সনদের সূত্র যাচাই করে যা সহীহ হাদীস তাই যেন বর্ণনা করেন। এর চাইতে বেশী কিছু বলার নেই।

ইতি

লেখক

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীসের কিছু পরিভাষা

ইসলামী জীবন জিন্দীগীতে আল্ কুরআনের পরেই আল হাদীসের স্থান। কারণ, কুরআনের নির্দেশ মেনে চলতে হলেই হাদীসকে দরকার। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন আল কুরআনে আছে নামায কায়েম করার হুকুম কিন্তু হাদীসে আছে পাঁচ ওয়াক্তের কথা ও এক এক ওয়াক্তের সীমা কোন পর্যন্ত ইত্যাদি, এসব হাদীস থেকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই কুরআনী জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসী জ্ঞান আমাদের লাভ করা একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু আল্ কুরআন যেমন যখনই অহি নাযিল হয়েছে তখনই তা লিখে নেয়া হয়েছে। যে জন্যে আল্ কুরআনের একটা জের জবর পেশ ইত্যাদি পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু হাদীস সংগ্রহ শুরু হয় এমন সময় থেকে যখন অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন না। তখন সুযোগ বুঝে বহু ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান না হয়েই নিজেদের কে সাহাবী বলে পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের স্বরচিত কথাকে রাসূলের বাণী হিসাবে চালিয়ে দিয়েছে। এ সব জাল হাদীস থেকে মূল হাদীসকে পৃথক করার জন্য যত প্রকার সাবধানতা মানুষের দ্বারা সম্ভব তার সব কিছুই অবলম্বন করা হয়েছিল। এমন কি যাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের জীবনী ইতিহাস পর্যন্ত লেখা হয়েছে, যে তাদের জীবনে মিথ্যা বলার অভ্যাস কোন দিন কারো নজরে ধরা পড়েছে কিনা, এসবই সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৫ লাখ লোকের জীবনী লিখতে হয়েছে যা ইসলামের ইতিহাসে এক নজীরবিহীন সংযোজন। এরপরও কিছু হাদীস বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যা সংক্ষেপে আমরা ২ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ

১. সন্দেহমুক্ত সঠিক বা সহীহ হাদীস

২. সন্দেহ যুক্ত হাদীস। এগুলোকে আবার তিন ভাগে বা বিভিন্ন নামে পরিচিত করা হয়েছে। এই জন্যেই হাদীস সম্পর্কে কিছু জানতে হলে হাদীসের পরিভাষাগুলো যানা এবং মুখস্থ রাখা উচিত। তাই হাদীসকে জানা বুঝার জন্য হাদীসের কিছু পরিভাষা এবং তার সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

১. হাদীসের সংজ্ঞা ঃ বা হাদীস কাকে বলে ?

উত্তর ঃ হাদীস অর্থ (আভিধানিক অর্থ) কথা, কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ হলো রাসূলের কথা। এর মধ্যে ৩ শ্রেনী আছে যাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়।

১। কওলী হাদীস বা রাসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা কথা, (যা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ হিসাবে বলেননি, বলেছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হিসাবে)

২। ফেলী হাদীস, অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) যা করেছেন এবং তা সাহাবীগণের দ্বারা লিখিত হয়েছে।

৩। তাকরিরি হাদীস- অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর সামনে যে কাজ করা হয়েছে এবং তা রাসূল (সাঃ) দেখেছেন কিন্তু তা করতে নিষেধ করেন নি, এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) কর্তৃক এ কাজ সমর্থিত। এই ৩ ধরণের বিষয়গুলো হাদীস নামে পরিচিত।

ব্যাপক অর্থে সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে এবং তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস বলা হয়। তবে এসব হাদীস অবশ্যই কুরআন বুঝার জন্যে সঠিক ব্যাখ্যার ভূমিকায় থাকতে হবে এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে সমর্থিত হতে হবে।

এরপরও শরীয়তের দৃষ্টিতে এর মধ্যে যেহেতু রাবীদের মর্যাদার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে সেই জন্যে, এসব হাদীসের নামও বিভিন্নভাবে রাখা হয়েছে।

সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের পরিচয়

১। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর ঈমান অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-কে দেখেছেন তাঁকে সাহাবী বলা হয়।

২। যে ব্যক্তি ঐ একই নিয়মে ঈমান অবস্থায় সাহাবীদের সঙ্গ লাভ করতে পেরেছেন তাঁদেরকে তাবেয়ীন বলা হয়।

৩। যাঁরা ঐ একই সূত্র মুতাবিক ঈমান অবস্থায় তাবেয়ীনদের সঙ্গ লাভ করতে পেরেছেন তাঁদেরকে তাবেতাবেয়ীন বলা হয়। কিন্তু শর্ত হলো এদের

www.pathagar.com

প্রত্যেককে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে হবে। নিম্নে হাদীসের কিছু পরিভাষা দেয়া হলো যথাঃ

১। রাসূল (সাঃ) এর কথা কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় হাদীস।

২। সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আছার'।

৩। তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় ফতোয়া।

৪। রেওয়ায়েতঃ হাদীস বা আছার বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে।

৫। রাবীঃ হাদীস আছার বর্ণনা কারীকে রাবী বলে।

৬। সনদ ঃ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের পরম্পরকে সনদ বলে।

৭। মওযু ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রাসূল (সাঃ) এর নামে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন লোকের থেকে সংগ্রহ করা হাদীসকে মওযু বা জাল হাদীস বলা হয়।

৮। যয়ীফঃ যে হাদীসের সনদ, বিষয়বস্তু অথবা অন্য কোন দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত হিসাবে প্রমাণিত হয় তাকে বলে যয়ীফ হাদীস।

৯। মুনকারঃ তুলনামূলক ভাবে বেশী যয়ীফ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়।

১০। মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ব্যাপারে নয় বরং সাধারণ কাজ কারবারে মিথ্যা কথা বলে সমাজে খ্যাতি আছে তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক বলে।

১১। মারফু ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ রাসূলের (সাঃ) কথা বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মারফু হাদীস বলে।

১২। সহীহ ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা বা সনদ, বিষয়বস্তু, সকল দিক থেকেই ত্রুটিহীন ও সন্দেহ মুক্ত এরূপ হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে।

১৩। যে সহীহ হাদীসকে অন্ততর ৩জন রাবী বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে মশহুর হাদীস বলে।

www.pathagar.com

হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা মুতাবিক বা যোগ্যতা অথবা বর্ণনার দূর্বলতার কারণে হাদীসকে আরো অনেকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যা বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রয়োজন মনে করছি না। এবার আসা যাক মূল বক্তব্যে।

আমাদের সমাজে ইংরেজ আমল থেকে এমন কিছু হাত বানান কথা রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস হিসাবে চালু রয়েছে যা বলতে গেলেও ভয় পেতে হয়। কারণ এ দেশের প্রত্যেকটি নামকরা ওয়ায়েজকে যখন বলতে শুনি যে তা তারাও হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন তখন আমি কি করে বলি যে, এগুলো জাল হাদীস ? তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে যদিও জানি যে এ ছোট্ট পুস্তিকাটি বাজারে বেরলেই একটা অস্বাভাবিক ভূমিকম্পের সম্মুখীন হতে হবে, তবুও সত্যের খাতিরে লিখছি এবং তার কোনটা আল্ কুরআনের কোন কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক তাও উল্লেখ করছি। যেন ভূমিকম্পের ধারাটা সমাজের সহ্যের আওতার মধ্যে থাকতে পারে। এরপর চিন্তা করে ফয়সালা দেয়ার দায়িত্ব ওলামা সমাজের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

কয়েকটি প্রচলিত জাল হাদীস যা আল কুরআনের স্পষ্ট পরিপন্থি তা নিম্নে দেওয়া হলো

প্রথমেই আমি এমন স্থান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি যা আমরা মাদ্রাসা জীবনের প্রথম দিকেই পড়েছি। আমার যতদূর মনে পড়ে আজ থেকে ৫৬/৫৭ বছর পূর্বে মাদ্রাসায় একখানা কিতাব পড়েছিলাম যার নাম ছিল 'তাওয়া রিখে হাবীবে ইলাহ' যার বাংলা অনুবাদ হবে "আল্লাহর দোস্তের ইতিহাস" তার শুরুতেই যে মশহুর হাদীস দিয়ে কিতাবের শুরু করা হয়েছে তাহলো।

لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

যদি তুমি না হতে তাহলে আমি আকাশ মন্ডলি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। এই কথা দিয়েই 'আল্লাহর দোস্তের ইতিহাস' (তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ) নামক কিতাব শুরু করা হয়েছে, আর এটা যেহেতু কাওমী মাদ্রাসা ও আলীয়া উভয় মাদ্রাসায় এ ইতিহাস (উর্দুতে লেখা) চালু ছিল তাই এটা এক মশহুর হাদীস হিসাবে চালু হয়ে গেছে। কিন্তু এই হাদীসটার উপর আমি বহু স্থান

www.pathagar.com

থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এরপর যাই জওয়াব দিয়েছি তাতে প্রশ্নকারী সন্তুষ্ট হলেও আমি নিজেই তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারিনি। পরে মনের মধ্যে কিছু যুক্তির অবতারণা করে তার জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। এরপর যে জবাব পেয়েছি তাতে আমি নিশ্চিত হতে পেরেই এর উপর কলম ধরেছি। তা হচ্ছে এই যে, ঐ কথাটি আল কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলোর পরিপন্থি।

উক্ত কথিত হাদীসের পরিপূরক আরো একটা হাদীস বলা হয় ঃ

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

আল্লাহ্ সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন,তাহচ্ছে আমার নূর। আমার কথা যদি সত্যিই আল্লাহর রাসূল তা মুখ দিয়ে বলে থাকেন তবে তা আমি অবশ্যই বিশ্বাস করব, এতে আমার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই।

প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে আল্– কুরআন

আল্লাহ সূরা বাকারা ১১৭ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তিনিই আসমান ও জমিনের প্রথম সৃষ্টিকর্তা ঠিক ঐ একই ভাষায় সূরা আনয়ামের ১০১ নং আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ বলেছেন,

তিনিই আসমান ও জমিনের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। এখানে আবার প্রশ্ন থেকে যায়, আসমান জমিনের প্রথম সৃষ্টিকর্তা হয়েও তার বহু পূর্বে আল্লাহ হয়ত রাসূল (সাঃ) এর নূরকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই দেখা যাক আল্ কুরআন থেকে এমন কোন আয়াত পাওয়া যায় কি না যে, কিছুই যখন ছিল না তখন কোন মূল জিনিস থেকে এই সৃষ্টির সূচনা করেন।

এ ব্যাপারে সূরা হামিম, আস সাজদার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে বলতে বলেছেন যে তুমি বলে দাও ঃ

www.pathagar.com

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ -

হে রাসূল ! তুমি বলে দাও আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমাকে অহীর সাহায্যে বলা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজনই। অতঃএব তোমরা তারই অভিমুখী হয়ে থাক। এবং তার কাছে ক্ষমা চাও (আর জেনে রাখ) সেই মুশরিকদের ধ্বংস অনিবার্য।

ঐ একই সূরার ১১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ -

যখন কিছুই ছিল না, যার থেকে আসমান জমিন সৃষ্টির প্রথম সূচনা করা হয় তখন কোন জিনিষ প্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং কোন মূল জিনিষ থেকে আসমান জমীন সৃষ্টির সূচনা করা হয়, তা বলতে গিয়ে আল্লাহ উপরোক্ত কথাগুলো বল্লেন যার অর্থ হচ্ছে-

" আর তখন তা ছিল শুধু ধোয়া বা বাষ্পীয় ধোঁয়ার একটা পিন্ডুলি মাত্র। অতঃপর তিনি আসমান ও জমীনকে বল্লেন তোমরা (আসমান ও জমিন) ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ কর। তখন উভয়ই বলল (অর্থাৎ আসমান ও জমিন বলল) আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম আনুগত্যের মতোই।" পূর্বেও যে আর কোন কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন তা আল্লাহর কালাম থেকে পাওয়া যায় না, বরং যা পাওয়া যায় তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, যখন আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি হয়নি তখন এই নূর ছিল কোথায় ? যাক এটাও না হয় ধরে নেয়া যায় যে, আল্লাহর তো রাখার জায়গার অভাব নেই। যেখানে হোক রেখেছিলেন। পরে যখন আকাশ সৃষ্টি হলো তখন ঐ নূরকে স্থানান্তরিত করে এনে আকাশের এক কোনে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের আকারে রেখে দিলেন এর কোনটাই আল্লাহর জন্যে অসম্ভব না।

www.pathagar.com

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নূর কি প্রথম আকাশে রেখেছিলেন। না কি সাত তবক আকাশের উপরে যেখানে কোন গ্রহ নক্ষত্র আল্লাহ্ সৃষ্টি করেননি সেখানে রেখেছিলেন ? এ প্রশ্নটা এই জন্যে আসে যে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুজুর (সাঃ)–এর নূরকে ততদিন পর্যন্ত আকাশে দেখেছেন যতদিন না হযরত আদম (আঃ) পৃষ্ট দেশ পর্যন্ত সে নূরকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সে নূর আমাদের আকাশে থাকলে তো ২য় আসমানে গেলে আর তা দেখার কথা না আর তখন এই নূর দেখার জন্যে হজরত জিব্রাইল (আঃ) এই পৃথিবীতে যখন আসতেন তখনই দেখতেন না কি তিনি যেখানে অবস্থান করেন সেখ।ন থেকে দেখতেন? যাক এ প্রশ্ন আর বাড়াব না, তবে কেউ প্রশ্ন করলে তার একটা জবাব দেয়া লাগে, তা জবাব যে রূপই হোক না কেন, এবং জবাব থেকে যদি পালটা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় তবে তারও জবাব দেয়া লাগে, যেমন ছোটকালের কথা মনে আছে, একদিন ভূমিকম্পের সময় দাদীকে জিজ্ঞাসা করলাম দাদী ভূমিকম্প কেন হয় ? দাদী বল্লেন, পৃথিবী একটা গরুর শিংয়ের উপর রয়েছে, সেই গরু যখন শিং পাল্টায় তখন ভূমিকম্প হয়।

এরপর জিজ্ঞাসা করলাম গরুটা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বল্লেন একটা মাছের পিঠের উপর, পরে জিজ্ঞাসা করলাম মাছটা কিসের উপর রয়েছে, বল্লেন সমুদ্রের পানির উপরে ভাসছে। জিজ্ঞাসা করলাম সে সমুদ্রের নিচেই কি মাটি আছে। বল্লেন আছে। জিজ্ঞাসা করলাম সে মাটি কিসের উপর আছে। বল্লেন আল্লাহর কুদরতে শূণ্যভরে রয়েছে, তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম সে আল্লাহর কুদরতে গরুর শিং ছাড়াই কি শুধু পৃথিবীটা শূন্যভরে থাকতে পারে না ? দাদী বল্লেন, হা তাও পারে। আমি দাদীকে এই যে প্রশ্ন করেছিলাম এটা নিছক জানার উদ্দেশ্য (যা আমার আল্লাহ ভালোই জানেন) কিন্তু এত প্রশ্ন মোটেই করতাম না যদি দাদী প্রথমবারেই বলতেন পৃথিবী আল্লাহর কুদরতে শূন্য ভরে রয়েছে। দাদীকে প্রশ্ন করেছিলাম প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করান জন্য। এটা বাস্তব যে দাদীকে এত প্রশ্ন করায় একটুও বিরক্তবোধ করেননি, এ প্রশ্ন যখন করি তখন আমার বয়স যতদূর মনে পড়ে ৮/৯ বছর হবে। তখন থেকেই প্রশ্ন করার এ বদ অভ্যাস শুধু প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কারের জন্য। আর এখানেও যে সব প্রশ্নের অবতারণা করেছি তাও শুধ প্রকৃত সত্যকে খুজে বের করার জন্য।

www.pathagar.com

তাই বলে আমার প্রশ্ন কিন্তু শেষ হয়নি। এর পরবর্তী প্রশ্ন হলো রাসূল (সাঃ) এর নূর তো হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশে চলে আসল, সেখান থেকে গেল মা হাওয়ার রেহেম, সেখান থেকে গেল শীশ (আঃ) এর এক ছেলে কেনান, তার পৃষ্ঠদেশে, এভাবে আসতে আসতে এল ইদ্রিস (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ সেখান থেকে আসতে আসতে এল নূহ (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ। সেখান থেকে আসতে আসতে এল ইব্রাহিম (আঃ) এর পিতা আযরের পৃষ্ঠদেশে সেখান থেকে গেল ইব্রাহিম (আঃ) এর মায়ের রেহেম পার হয়ে এল আব্দুল্লাহ পর্যন্ত সেখান থেকে গেল ৪০/৫০ হাজার জোড়া পৃষ্ঠদেশ ও রেহেম হয়ে রাসূল (সাঃ)–এর নূর এল মা আমেনার গর্ভ পর্যন্ত। এ পর্যন্ত আসতে যে আযরের পৃষ্ঠদেশ হয়েও আসতে হয়েছিল। সেই আযর সহ যত হাজার হোক না কেন যারাই মহানবী (সাঃ) নূর মুবারক পৃষ্ঠে ও রেহেমে বহন করেছেন তাদের কে কি দোজখের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না, এবং যার সমতুল্য সম্মান আল্লাহর আর কোন মাখলুকই পায়নি সেই রাসূলের নূর যারা বহন করেছেন, অন্য কথায় সেই নূর যে সব স্থানে কয়েক মাসের জন্যে হলেও অবস্থান করেছেন সেই নূরের অবস্থান স্থানগুলোর কি একটা বিশেষ মর্যাদা বলে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পিতা কাট্টা মুশরিক হলেও তাকে বেহেস্তে স্থান দিতে হয়। তাকে কিছুতেই দোজখে দেয়া যায় না।

আমরা কয়েকটা আয়াত মেনে নিতে পারি। যেমন সূরা বাকারার ১০৫ নং আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের সেই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ বল্লেন, যে প্রশ্ন ছিল নবী আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করলে সে নবীকে আমরা অবশ্যই মানতাম, তার জবাবে আল্লাহ বললেন ঃ

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

আর আল্লাহ যাকে খুশী তাকে নিজের রহমত দানের জন্য মনোনিত করে নিতে পারে। ঐ একই প্রসঙ্গে ঐ একই সূরার ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ আরো পরিষ্কার করে বলেন

اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ

www.pathagar.com

আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য হতে তার ইচ্ছানুযায়ী যাকে খুশী তার একজনকে তাঁর (আল্লাহর) অনুগ্রহ (অর্থাৎ অহী ও নবুয়ত) দানে ভূষিত করেছেন।

উপরের প্রত্যেক প্রশ্ন শুধু যা সত্য তাকে সত্য বলে মানার জন্য আর যা অসত্য তা যেন রাসূলের বাণী হিসাবে সমাজে চালু হতে না পারে। কারণ ইসলাম এ শিক্ষা কখনও দেয় না যে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য হিসাবে মান। বরং ইসলাম শিক্ষা দেয় সত্যকে সত্য হিসাবে ও মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে মানতে।

এরপর আসা যাক প্রথম হাদীসের বিশ্লেষণে যে তুমি না হলে আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করতাম না। আমরা পূর্ববতী যে আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতেও আসমানের সঙ্গে নবী জীবনের কোন সম্পর্ক পাইনি।

এরপরও আল্লাহ বলছেন, সূরা আনয়ামের ৭৩ নং আয়াতে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

এবং তিনি আসমান ও জমীনকে সত্যতা সহকারে বা যথা যথভাবে বা বিজ্ঞোচিত ভাবে সৃষ্টি করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গেলে অবশ্যই স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক রচনা করা দরকার। তাই এর ব্যাখ্যা যার মাথায় যেটুকু ধরা পড়ে তাকে ততটুকু চিন্তা করার পরামর্শ দিয়েই এর ব্যাখ্যার দিকে গেলাম না। তবে শুধুমাত্র এতটুকু কথাই বলতে চাই যে, "আফলাক" বা আকাশসমূহের সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) এর জীবনের কোন সম্পর্কের কথা আল কুরআনের কোথাও আল্লাহ নাযিল করেননি। এরপরও আমরা কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে এ কথা মেনে নিতে পারি যে রাসূল (সাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পাক আকাশকে সৃষ্টি করতেন না। এসব কথাকে সামনে রেখেই এবং আরো কিছু দলীল প্রমাণ পেয়েই আল্লামা আলবাণী এই হাদীস প্রসঙ্গে লিখেছেন, " এটা জাল হাদীস" যেমনভাবে সাশানী আল আহাদীসূল মাওযুয়াতে এর উল্লেখ করেছেন। (সিলসিলাতুন আহাদীসুয যায়ীফাতে এর উল্লেখ করেছেন। -সিলসিলাতুল আহাদীসুয যায়ীফা ১ জিলদ- ২৯৯ পৃঃ

২। আরেকটা হাদীস বর্তমান সমাজে প্রায় মাশহুর হাদীস হিসাবে চালু হয়ে গেছে তা হচ্ছে।

www.pathagar.com

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য, তাদের যাকেই অনুসরণ করবে, (তাকে অনুসরণ করেই) সঠিক হেদায়াত পাবে।" এর স্পষ্ট পরিপন্থি আল কুরআনের আয়াত হচ্ছে সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াত। যথাঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য (অনুকরণীয় অনুসরনীয়) উত্তম আদর্শ।

আল কুরআনের এই স্পষ্ট দলীল দ্বারা উপরোক্ত প্রচলিত কথা (যা হাদীস নামে প্রচলিত) তা আর রাসুলের মুখের কথা হিসাবে টিকতে পারে না।

৩। আরেকটা কথা হাদীস হিসাবে প্রচলিত আছে তা হচ্ছে,

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈমানের সঙ্গে মাতৃভূমির বা স্বদেশের কোন যোগসূত্র নেই। যদি তা থাকত। তাহলে রাসূল (সাঃ)-মাতৃভূমি ছেড়ে যখন মদিনায় হিজরাত করেছিলেন তখন কি ঈমানের পরিপন্থি কোন কাজ করেছিলেন? এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, তা হচ্ছে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই এমন বহু জীনিসকে ভালবাসে যার সাথে ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন কেউ একটা কুকুর পোষে, তাকেও সে ভালবাসে, কেউ একটা পাখী পোষে, তাকেও সে ভালবাসে। তাই বলে এই সব ভালবাসার সঙ্গে ঈমানের কোন সম্পর্ক নাই। বরং তার হাজারো মুহাব্বতের ঘর বাড়ী ফেলে শুধু ঈমানকে বাঁচানোর জন্যে তা ছেড়ে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যায়।

এমন একদিন ছিল যেদিন এ কথাগুলো রাজনৈতিক কারণে নেতৃস্থানীয় লোকদের মুখেই শোনা যেত। কিন্তু পরবর্তীকালে তা আলেম ওলামাগণও ব্যবহার করতে থাকেন। এ কথা কেউই তলিয়ে দেখেন না যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ঈমানকে বিষর্জন দিয়ে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরাত করেছিলেন

www.pathagar.com

না কি ঈমানকে রক্ষার জন্যই মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরাত করেছিলেন। এরপর আরো চিন্তা করুন।

(১) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্ম কোথায় এবং শেষ জীবনে বাস করলেন কোথায় ?

(২) হযরত মূসা (আঃ) জন্ম কোথায় এবং পরে বাস করলেন কোথায় ?

(৩) হযরত ইউসূফ (আঃ) এর জন্ম কোথায় এবং শেষ জীবনে বাস করলেন কোথায় ? এভাবে শুধু নবীগণের কথাই নয়, বরং চিন্তা করুন সিলেটের হযরত শাহ জালালের জন্ম কোথায় আর শেষ জীবনে বাস করলেন কোথায়। এভাবে চিন্তা করলে বহু লোকের নাম সামনে ভেষে উঠবে। এরপর আরো চিন্তা করুন পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মোঃ লিয়াকাত আলী খান তার জন্ম কোথায় আর নেতা হলেন কোথাকার? আল্লামা মওদুদীর জন্ম হল কোথায় আর বাস করলেন কোথায় ?

এভাবে চিন্তা করলে নবী রসূলগণ থেকে শুরু করে বহু নামী দামী লোকের নাম আপনার সামনে ভেসে উঠবে যাদের জন্মস্থান এক দেশে এবং বসবাস অন্য দেশে। অমুসলমানদের মধ্যে দেখুন যারা মাতৃভূমিকে ভালবাসার জয় গান দেশকে মুখরিত করে ফেলে সেই হিন্দুরাও কি মাতৃভূমিকে ভালবাসার নীতিতে অটল ? চিন্তা করুন আজ যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জন্মস্থান কোথায় ? তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের সোনারগায়ে হওয়া সত্বেও সে ব্যক্তি কি করে একটা ভিন দেশের একটা প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী হতে পারেন ? আসলে মাতৃভূমিকে ভালবাসা এ একটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র। এর সাথে ঈমান আক্বীদার কোনই সম্পর্ক নেই। কাজেই এটা একটা জাল হাদীস।

এমন কি এমন একদিন ছিল যখন বড় বড় হাদীস বিশারদগণ ইরাককে নূতন নূতন হাদীস তৈরী করার ট্যাকশাল পর্যন্ত বলতেন। কাজেই সূক্ষ্মজ্ঞান সম্পন্ন হাদীস বিশারদগণ ছাড়া বুঝাই মুশকিল যে কোনটা সত্যকার অর্থে রাসূলের (সাঃ)–এর বাণী আর কোনটা তা নয়।

(৪) অনেকে ভক্তির আতিশয্যে হযরত আলীর (রাঃ) বহু প্রশংসা করেছেন যাতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই কিন্তু আসলে যা রাসূল (সাঃ)

www.pathagar.com

বলেননি তা জনসমক্ষে আমি করলেও অপরাধ আমার পীর সাহেব করলেও অপরাধ তা যেই করুক না কেন যা অপরাধ তা অপরাধই ।

হাদীসটি হল ঃ

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا

অর্থাৎ "আমি ইলমের বা জ্ঞানের শহর আর আলী হচ্ছে তার দরজা।" আমি বলব আল্লাহর নবী হিসাবে আল্লাহর রাসূল জ্ঞানের শহর কেন হবেন ? তিনি তো আল্লাহর নিকট থেকে জ্ঞান পাওয়ার কারণে অন্যান্যদের তুলনায় তিনি জ্ঞানের এক মহা সমুদ্র। আর একজন অনবীকে কি করে নবীর (সাঃ)-এর জ্ঞানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় ? এটা তো একেবারেই যুক্তি বিরোধী। তাই এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে ইবনে জাওযী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন এর রাবীদের মধে রয়েছে আবুস সলাত হারবী যে একজন মিথ্যাবাদী এবং সেই এই হাদীস বানিয়েছে। এবং অপর রাবীরা তার থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন । ফলে এটাও জাল হাদীস প্রমাণিত হলো। -কিতাবুল মাউয়াত ১ নং জিলদ ৩৫০-৩৫৫ পৃষ্ঠা

اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ

আমার উন্মতের মতোবিরোধ আল্লাহর রহমত স্বরূপ। কিন্তু এটা আল কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ উম্মাতের ইখতিলাফ বা মতোবিরোধ জাতিকে ধ্বংসের দিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে যা জ্ঞানী চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে সক্ষম হবেন। তবুও আল্ কুরআন থেকে কয়েকটা আয়াত এখানে পেশ করতে চাই যার দ্বারা বুঝা যাবে যে আল্লাহ্ এ উম্মাতের মধ্যে ইখতিলাফ দেখতে চান ? না কি মিলমুহাবত দেখতে চান এবং ইখতিলাফকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। প্রথম লক্ষ্য করুন আল্লাহ এই উম্মতকে একই উম্মত বলেছেন, যার কারণে একই উম্মাতের মধ্যে মত বিরোধের সব চোরা দরোজা বন্ধ। আল্লাহ বলেন সূরা মুমেনের ৫২ নং আয়াত।

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ

www.pathagar.com

অবশ্যই তোমাদের উম্মাত একই উম্মাত। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব, আমাকেই ভয় কর।

সূরা আম্বিয়ার ৯২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

অবশ্যই তোমাদের উম্মাত একই উম্মাত। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমারই ইবাদাত কর।

আর এই ইবাদাতের পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে আল কুরআনে যে ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধর। আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়োনা। –সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াত

ঐ একই সূরার ১০৪ নং আয়াতে একই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ـ أُولٰئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ

তোমরা যেন তাদের মত হয়ে না যাও যাদের নিকট স্পষ্ট আয়াত আসার পরও তারা বিছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে ইখলতিলাফ সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্যেই রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এবার বলুন যে মুখে কুরআনের এই আয়াত দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহর ভাষায় মুসলমানদের বলি এক দলবদ্ধ হয়ে থাকতে এবং নিজেদের ইখতিলাফ না করতে বলি, اِخْتِلَافُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ আমার উম্মতের ইখতিলাফ রহমত স্বরূপ ? এই জন্যেই এটাকে ইবনে হাযাম নিতান্তই বাজে কথা বলে ঘোষণা করেছেন। –সিলসিলাতুল আহাদীসুযযয়ীফা ১ নং জিলদ ৭৬ পৃষ্ঠা

এই ধরণের হাত বানান হাদীস তৈরী করে একই উম্মাতের মধ্যে হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উপদল সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। কাজেই ওলামা সম্প্রদায়ের উচিত বিখ্যাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হাদীস বিশারদগণের মওযু ও

www.pathagar.com

যয়ীফ হাদীসগুলোর উপর লেখা সিরিজের কিতাবগুলো পড়া এবং যা জাল হাদীস তা ওয়াজ নসীহতের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেয়া।

(৭) আর একটি হাদীসকে কিতাবুল মওযূয়াত ১ নং জিলদের ২১৩ পৃষ্ঠায় ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেটা হল

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّيْنِ

আবার কোথাও এরূপও লেখা হয়েছে যে

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

এখানে শব্দকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই কথাটা সম্পর্কে ইবনে দাওয়ী লিখেছেন যে, এই হাদীস সহীহভাবে যুক্ত হয়নি। এর একজন রাবী হাসান বিন আতীয়াকে আবু হাতীম রাজী যয়ীফ বলেছেন এবং ইবনে হিব্বান বলেছেন এ হাদীস বাতিল এবং ভিত্তিহীন (কিতাবুর মাওযুয়াত ১ নং জিলদ ২১৬ পৃষ্ঠা) এই হাদীসটি বাতিল হওয়ার আরো বহু দলীল রয়েছে। পড়ে দেখুন আহাদীসুসযয়ীফা প্রথম জিলদ ৪১৩ পৃষ্ঠা।

(৮) مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهُ فِى الْجَنَّةِ

যার কোন সন্তান জন্মাল আর বরকত পাওয়ার জন্যে তার (ছেলের) নাম মোহাম্মদ রাখল তাহলে সে ও তার সন্তান উভয়েই জান্নাতে থাকবে।

আল্লামা মুহাম্মদ নাসীরুদ্দিন আলবানী এটাকে জাল হাদীস বলেছেন এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়েম একে একেবারে বাতিল (কথা) বলেছেন।

—উপরুল্লিখিত কিতাবের প্রথম জিলদের ২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আর সাধারণ জ্ঞানেও বলে যে শুধু নাম মোহাম্মদ রাখলেই যদি পিতাসহ সে জান্নাতী হয় তাহলে তাদের জন্য নেক আমল ও বদ আমলের কোন বালাই থাকে না। আমার মনে হয় বদ আমলের প্রতি মানুষের মনের ঝোককে ফিরানোর জন্যেই বোধ হয় ইচ্ছাকৃতভাবে একথাটাকে রাসূলের

www.pathagar.com

(সাঃ) এ সঙ্গে নিসবাত করা হয়েছে যেন ছেলের নাম মোহাম্মদ রেখেই যখন ছেলে সহ জান্নাতবাসী হওয়া যাবে, তখন আর জিহাদের ঝামেলায় পা দেয়ার দরকারটা কি ? খুব সম্ভবত এ কারণেই এ উপমহাদেশে প্রত্যেক মুসলমানের নামের প্রথমে মোহাম্মদ লেখা হয় কিন্তু মুহাম্মদ যুক্ত নাম খোদ রাসূলের দেশেই তেমন একটা দেখা যায় না।

لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَاِنَّا عَلِيًّا وَصِيٌّ وَوَارِثِىْ (৯)

প্রত্যেক নবীর জন্যেই একজন করে তত্ত্বধায়ক থাকে, আলী আমার তত্ত্বাবধায়ক ও ওয়ারিশ।

ইবনে জাওযী বলেন- এই হাদীসটি ২ ভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ যথাঃ (১) মুহাম্মাদ বিন হাদীসের মাধ্যমে থাকে আবূ যারয়াহ ও ইবনে ওয়ারাহ মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেছেন এবং (২) দ্বিতীয়টি ফারইয়াহ নানীর মাধ্যমে যার সম্পর্কে ইবনে হারান বলেন যে, সে গুরুত্ব পূর্ণ রাবীদের নাম করে (বা তাদের থেকে শুনে বলছি) এমন হাদীব বর্ণনা করেন যা প্রকৃত পক্ষে তাঁদের সেই সব গুরুত্বপূর্ণ রাবীদের বর্ণিত হাদীস নয়। তাছাড়া বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যেএকজন রাবী রয়েছে 'মুসলিম বিন ফসল' নামেআর সম্বন্ধে ইবনে মদনী বলেছেন আমরা তার হাদীসকে রদ করে দিয়েছি।

কিতাবুল মাউযুয়াত ১ নং জিলদ, ৩৭৬ নং পৃষ্ঠা

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (১০)

যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে তার যামানার ইমামকে চিনল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন যে, এই ধরনের শব্দ বিশিষ্ট হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং এই ধরনের হাদীস শুধু শীয়াদের ও কাদিয়ানীদের কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়।

(সিলমিলাতুল আহাদীছুহ যায়ীফা ১নং জিলদ ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

তাবলীগী নিসাবের কয়েকটি জাল হাদীস

www.pathagar.com

তাবলীগ নিসাবের কয়েকটি জাল হাদীস

(১১) তাবলীগী নিসাবের ফাজায়েলে হজ্জে হজরত আদম (আঃ) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)–এর অছিলায় ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাকীম রেওয়ায়েত উদ্বৃত করেছেন এবং এটাকে সহীহ্ বলেছেন যে, যখন হজরত আদম (আঃ) নিশিদ্ধ গাছের নিকট যাওয়া ও তার ফল যাওয়ায় যখন আদম (আঃ) ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে গেল তখন তিনি রাসূল (সাঃ)–এর অসিলায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন, তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন তুমি (আদম) হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে চিনলে কি করে। যার এখনো সৃষ্টি হয়নি ? তখন আদম (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ তুমি যেদিন আমাকে সৃষ্টি করেছিল সেই দিনই আমি দেখেছিলাম যে, আরশে মুয়াল্লার গায়ে লেখা রয়েছে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তখন এই লেখা দেখেই বুঝেছিলাম যে, যার নাম আল্লাহ্ তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করে লেখা রয়েছে তিনি নিশ্চয়ই তোমার খুবই প্রিয় বান্দাহ্ এবং তোমার সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব হবেন, তাই তাঁর ওসিলায় আমার ত্রুটির জন্যে তোমার কাছে মাফ চেয়েছি যেন তোমার প্রিয় এবং নেক বান্দার অসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ বল্লেন, তুমি যখন রাসূল (সাঃ)–এর অসিলায় মাফ চেয়েছ কাজেই তোমাকে মাফ করেদিলাম। (ফাজায়েল হজ্জের ১১৫ পৃষ্ঠা।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি এটাকে জাল হাদীস বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী এটাকে খবরে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। (সিলসিলাতুল আহাদীসুস যায়ীফা ১ম জিলদ ৩৮ পৃষ্ঠা) এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন যে, 'হাকিমের' এই হাদীসকে মুনকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে, হাদীসের আলেমগণ বলেন এটা জাল বা মিথ্যা বলে গণ্য। মাদুমুসয়ে ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া ১ম জিলদ ২৫৪ পৃঃ এ হাদীস যে কখনও সত্য হতে পারে না তা আল কুরআনের নিম্নের আয়াত থেকে একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

সূরা বাকারার ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

তখন (হজরত) আদম (আঃ) তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার কয়েকটা কথা শিখে সেই কথা বলে তওবা করলেন। তাঁর রব তাঁর এ দোয়া কবুল করলেন। কেননা তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

কি ছিল সেই ক্ষমা চাওয়ার কথাগুলো ? সূরা আ'রাফের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ সেই তওবা করার কথাগুলো কি কি তা অহীর মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিলেন। তা হচ্ছে-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর নিজেরা জুলুম করে বসেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হব।

এটা আল কুরআনের স্পষ্টবাণী, এর মধ্যে রাসূল (সাঃ)–এর নামের উল্লেখ কোথায় রয়েছে এবং এটা আবিষ্কার হলো কিসের মাধ্যমে যে, হজরত আদম (আঃ)-এর অসিলায় মাফ পেয়েছিলেন যেসব লোকেরা ওয়াস্তাহাও অসিলার বেদাত বের করেছেন (দুঃখ পূর্ণ হলেও সত্য যে) তারা কুরআন থেকে এবং সহীহ হাদীস থেকে কোন যুক্তি পান না। তারা জ্বাল হাদীস থেকে যুক্তি খুজে বের করেন।

(১২) তাবলীগী নেসাবের ফাজায়েলে হজ্জে মানযারীর কিতাব তাফসীরের সূত্র থেকে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, হজরত আদম (আঃ) ভারত থেকে পায়ে হেটে ১ হাজার বার হজ্জ করেছেন। (ফাজায়েলে হজ্জ ৩৫ নং পৃষ্ঠা) এর থেকে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে যে-

www.pathagar.com

১। হজ্জ ফরয হলো কোন সময় থেকে ?

২। হজরত আদম (আঃ) কি ভারতেই বসতি স্থাপন করেছিলেন ? করে থাকলে ভারতের কোন এলাকায় ? এবং সেখানে মা হাওয়া কি করে আসলেন ?

৩। হজ্জের স্থান নির্ধারণ করে দিলেন কে ?

৪। হজরত আদম (আঃ) এর ভাষা যেহেতু আরবী তাই হজরত আদম যেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেখানে আদি পিতার মাতৃভাষায় কথা বলা অন্ততঃ কিছু তো থাকতে হবে কিন্তু ভারতের কোথাও কি মাতৃভাষা আরবী আছে ?

বরং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হচ্ছে এই যে, সিংহল দ্বীপের একটা পর্বতের উপর আল্লাহ আদম (আঃ) কে অবতরণ করিয়েছিলেন যে জায়গার নাম পরবর্তীতে রাখা হয়েছে রাহুল নামক পর্বতের দজনি নামক স্থান। যেখানে আদম (আঃ) আকাশ থেকে নেমেছিলেন, সেখানে গিয়ে খুলনার মরহুম মাওলানা ময়েজুদ্দিন হামীদি সাহেব নিজে দেখে এসে আমাদের কাছে বলেছেন যে, " আমি আদম (আঃ) এর পদচিহ্ন দেখে এসেছি।" আর আমি তাঁর মুখ থেকে নিজ কানে কথাগুলো শুনেছি তাই বল্লাম। আর মা হাওয়াকে নামিয়ে ছিলেন জিদ্দায় যে জিদ্দাতুন আরবী শব্দের অর্থ ই হলো দাদী বা নানী। আর মা হাওয়া যেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের পিতার দিক থেকে দাদী বা جَدَّةٌ এবং প্রত্যেকেরই মায়ের দিক থেকে ছিলেন নানী বা جَدَّةٌ। কাজেই তাঁর অবতরণের স্থানের নাম এখনও রয়েছে (জিদ্দা) আর আদম (আঃ) ও হাওয়া বিবির পরিচয়ের স্থানকে এখনো বলা হয় পরিচয়ের মাঠ। যার আরবী নাম আরাফাত। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) যে বিবি হাওয়া (আঃ)কে নিয়ে পারস্য উপসাগর পাড়ি দিয়ে অথবা সিরিয়া ইরাক ঘুরে স্থল পথে কয়েক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁরা যে, ভারতে এসে বসবাস করেছিলেন তার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি খাঁড়া করা যাবে কি ?

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভারত থেকে পায়ে হেটে স্থল পথ দিয়ে হজের মাঠে প্রতি বৎসর ১ বার করে যাওয়া ও ফিরে আসায় যে সময় লাগে

www.pathagar.com

তা হযরত আদম (আঃ) এর কর্মজীবন ও জাগ্রত অবস্থার মোট অংশের কত অংশ শুধু হজ্জে যাওয়া আসাতে ব্যয় হওয়া দরকার। তাহলে কি তিনি সারাজীবন ভরে হজ্জের সফরের উপর-ই ছিলেন? এসব প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু হজ্বের ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে এই ধরনের অবাস্তব কথার অবতারণা করা কি উচিৎ। এই যুক্তির দ্বারা দেখা যায় 'ফাজায়েলে হজ্ব' কিতাবে ৩৫পৃঃ লিখিত কথাগুলো কোন প্রকারই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

এই ব্যাপারে একজন রাবী কাছেম বিন আবদুর রহমান এর সম্বন্ধে ইয়া ইবনে মঈন বলেন যে, সে কিছু নয় (অর্থাৎ একথা কোন নির্ভরযোগ্য কথা নয় এবং আবু যারয়া বলেন যে, সে (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) মোনকার হাদীস বর্ণনা করে এবং এর অন্য রাবী আব্বাস বিন ফজল আনছারীর সম্বন্ধে আল্লামা মোতাহহিন বলে ঘোষণা করেছেন। -ছিলছিলাতুল আহাদীসুস যায়ীফা

(১৩) রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র কবরের স্থানটি সমগ্রস্থান অপেক্ষা ভাল, যে অংশ হুজুরের শরীরের সাথে যুক্ত হয়েছে তা কাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আরশের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং কুরছির চেয়ে শ্রেয়তর এমন কি আসমান ও যমিনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ'। -তাবলীগে নেসাব, ফাজায়েলে হজ্জ পৃঃ ১০৯

অতএব একটা দাবী বিনা প্রমাণে করা হইয়াছে তা কুরআনের কোথাও আছে, না সহীহ হাদীসের কোথাও বর্ণিত হইয়াছে। তাহলে ফাজায়েলে হজ্জের লিখক ইহা কিভাবে জানলেন। দ্বীনের ব্যপারে এ ধরণের বিভ্রান্তি ছড়ানো কি উচিৎ, এছাড়াও এই দাবীর অন্তর্নিহীত আর একটা দাবীও রয়েছে। তা হচ্ছে কাবা, আরশা, কুরসীর চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ার দাবী খোলা খুলি ভাবে নবীর মার্যাদাকে আল্লার চাইতে শ্রেষ্ঠ দেখানো নয় কি?

(১৪) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হুজুর (সাঃ)-এর কথা বর্ণনা করছেন যে, যে ব্যক্তি জু'মার দিন ৮০ আশি বার দরুদ পড়বে তার ৮০ বৎসরের গুনা মাফ হয়ে যাবে। (তাবলিগে নেসাব ফাজায়েলে দরুদ (পৃঃ ৪০) এখন প্রশ্ন, যদি ইহা সহীহ হাদীসই হয়ে থাকে তাহলে ৮০ বৎসর পর্যন্ত সব ধরনের গুনাহে লিপ্ত থেকে মৃত্যুর আগের এক জু'মার দিনে (৮০) আশি বার দরুদ শরিফ পড়লে বিগত জীবনের (৮০) আশি বৎসরের যাবতীয় গুনা মাফ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা যদি রাসূল (সাঃ)-এর বাণী হিসাবে প্রচার করা হয় তাহলে

www.pathagar.com

কি প্রকারন্তরে একটা লোককে ঘোরতর পাপে লিপ্ত থাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না এবং সংগে সংগে এই সার্টিফিকেটও দেওয়া হয় না যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে যে কোন জু'মার দিনে ৮০ (আশি) বার দরুদ শরীফ পড়লে অবশ্যই সে বেহেশতি হবে?

যদি এই ধরনের কথা যা রাসূল (সাঃ)–মুখ দিয়ে বলেন নাই এবং আল কুরআনের কোন একটি আয়াত দ্বারা যা সমর্থিত নয়, এমন সব কথা দিয়ে লোকদের কি প্রকৃত পক্ষে নবীর ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়?

গোড়ামী ত্যাগ করে আল্লার দেয়া যুক্তি বুদ্ধিকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে অবশ্যই যে গুলো জাল হাদীস তা জ্ঞানে জাল হাদীস বলে ধরা পড়বে। আর যদি মনকে এইভাবে তৈরী করে নেয় যে, আল্লার কথা বুঝার মত জ্ঞান আমাদের নেই এবং কোনটি সহীহ্ হাদীস কোনটি জাল হাদীস তা বুঝার ক্ষমতাও আমাদের নেই, কাজেই মুরুব্বিদের কথার উপরেই কায়েম থাকবো, কারণ মুরুব্বিরাতো কম বুঝেন না এবং তারা হচ্ছেন বর্তমান যুগের আল্লাহর খাছ বান্দা। জ্ঞানী লোকদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে, মুরুব্বীদের সম্পর্কে এইরূপ ধারনা পোষণ করায় ইসলামের কি কোন কল্যান বয়ে আনবে নাকি লোকদেরকে প্রকৃত ইসলাম থেকে সরিয়ে নিবে?

এ কারণেই এই হাদীসকে হাদীস বিশারদগণ জাল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

এছাড়া আরো কতকগুলো জাল হাদীস ব্যাখ্যা ছাড়াই উল্লেখ করছি।
(১৫) তাবলীগী নিসাবের (ফাযায়েলে জিকির পৃষ্ঠা ৪৩) কিতাব উপরক্ত পৃষ্ঠায় লেখা আছে রাসূল (সাঃ) নাকি এরশাদ করেছেন, সেই গোপন জিকির যা ফেরেস্তারাও শুনতে সক্ষম নয় তা সত্তর গুন মূল্যবান।

অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

তোমাদের উপর নজরদার নিযুক্ত করা হয়েছে কিরামান কাতেবীন তোমরা যাই করোনা কেন তা তারা জানে।

www.pathagar.com

অথচ উক্ত ফাজায়েলের কিতাবে লেখা রয়েছে যার সঙ্গে আল কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। তা হচ্ছে এই যে কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা কিরামান কাতেবীন হাজির করবেন তখন কারো কারো ব্যাপারে বলবেন এর আমলনামায় আরো সওয়াব যোগ হবে যা তোমাদের জানা নেই। কী আশ্চর্য এই একই ব্যাপার আল্লাহ বলছেন? তোমরা যাই কর তা গোপনে কর বা প্রকাশ্যে কর তারা (কিরামান কাতেবীন) তা জানে।

এছাড়া ফাজায়েলের কিতাবে এত বেশী বেশী সওয়াবের লোভ দেখান হয় যে লোভে পড়ে মানুষ দেখে এত সহজ কাজের দ্বারা যদি অগোনিত সওয়াব পাওয়া যায় তা হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে কেন লোকের বদ নজরে পড়ব ? তাই তারা কোন আন্দোলনে নেই, অন্যায় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। কয়েকবার দরুদ পড়লেই যখন সারা জীবনের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে তখন এত সহজ পথ রেখে কেন বিপদের দিকে পা দেব।

এমন কি তাদের এ ট্রেনিং ও দেয়া হয় যে, খবরদার তাবলীগী নিসাবের কিতাব ছাড়া অন্য কোন কিতাব পড়বে না। অর্থাৎ এর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয় যে তোমাদের যে নূতন ইসলামের দিকে ডাকা হচ্ছে যে ইসলামে ঃ

১. ব্যক্তি জীবনের সংশোধনের কর্মসূচী আছে যথাঃ-

২. কলেমার দাওয়াতের কর্ম সূচী আছে;

৩. যিকিরের কর্মসূচী আছে;

৪. নামাজ রোজার কর্মসূচী আছে:

৫. বাস্তবে না হলেও খাতা কলমে ইলমের কর্মসূচী আছে।

৬. বোজর্গ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের কর্মসূচী আছে;

৭. তাবলীগে বের হওয়ার কর্মসূচী আছে।

কিন্তু –১. নাই কোন সেবামূলক কর্মসূচী

২. নাই কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী

www.pathagar.com

৩. নাই কোন সমজ সংস্কার তথা রাষ্টীয় বৃহত্তর সমাজ সংশোধনের কোন কর্মসূচী।

৪. নাই কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী

৫. নাই কোন জিহাদের কর্মসূচী

৬. নাই কোন বৈদেশিক লেনদেন, সামরিক চুক্তি ইত্যাদির কোন কর্মসূচী

৭. নাই কোন আর্ন্তজাতিক নীতি নিদ্ধারনী কর্মসূচী

৮. সর্বোপরি নাই ইসলামী হুকুমাত কায়েমের কোন কর্মসূচী

৯. নাই গায়ের ইসলামী শিক্ষার পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কর্মসূচী ইত্যাদি।

এতগুলো কর্মসূচী যে ইসলাম থেকে ছাটাই হয় তাকে কোন পাগলেও কি বলবে যে এ ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান? এই ভাবে পাগলামীর ইসলাম সত্যিকার ইসলামকে যে জবাই করে দেয়ার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তা কি কোন চোখওয়ালার চোখে ধরা পড়বে না?

যাদের কিতাবে রাসূল (সাঃ)–এর রক্তকে হালাল করা হয় আর বলা হয় যার শরীরে রাসূল (সাঃ)-এর রক্ত মিশ্রিত আছে ঐ দেহ কোন দিন আগুনে স্পর্শ করতে পারবে না, যারা রাসূল (সাঃ)-এর পেসাব পায়খানা পর্যন্ত পাক বলে ঘোষণা করে তাদের ইসলাম আর আল্লাহর ইসলাম কি কোন দিন এক হতে পারে? তা কশ্মিণকালেও পারে না।

প্রসংশা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে যে কি অবস্থা হয় তা বুঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি মানুষ অতিমাত্রায় ভক্তি করতে গিয়ে রাসূলকে (সাঃ) যে আল্লাহর চাইতে বড় করে ফেলে এবং কখনও যে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে তা অনেকেই টের পায় না।

যেমন আমাদের এলাকার এক দারোগা সাহেবের বাড়ী এক দিন এক পুলিশের আইজি এলেন বেড়াতে। বহু লোক ঐ সাহেবকে দেখতে গেলেন। অনেকেই ঐ সাহেবের নিকট দারোগা সাহেবের প্রসংসা করতে লাগলেন। দারোগা সাহেব খুব ভাল লোক, খুব দাতা দয়ালু গরীবদের প্রতি খুবই

www.pathagar.com

সহানুভূতিশীল ইত্যাদি প্রশংসা করতে করতে বলে ফেল্লেন, দারোগা সাহেব প্রতি মাসে কত হাজার হাজার টাকা আয় করেন আর তার একটা বিরাট অংশ দিয়ে গরীবদের সাহায্য করেন। বলতে বলতে বলে ফেল্ল "তিনি ক'টাকা আর বেতন পান" যা বেতন পান তাতেতো উনার সিগাড়োরটের দামও হয় না, ইনার উপরি আয় কত! মাসে হাজার হাজার টাকা ওনার উপরি আয়। এতে দারোগা সাহেবের প্রসংসা হলো না কি হলো তা কি প্রশংসাকারী বুঝল? এটা একটা বাস্তব ঘটানা যার মধ্যে কথার কিছু রদবদল হতে পারে কিন্তু মূল ঘটনার মধ্যে কোন প্রকার যোগ বিয়োগ করিনি।

ঠিক এভাবেই ইচ্ছায় হোক বা অজ্ঞতা বসতঃ হোক রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে প্রশংসা করতে করতে তার রক্ত পিসাব পায়খানা পর্যন্ত পাক করে দেয়া হচ্ছে। এতে যে আল্লাহর আইন স্পষ্ট অস্বীকার করা হচ্ছে তা কি সত্যই বোঝেন না, নাকি বুঝেও বুঝতে চান না, তা আমার জ্ঞানে ধরে না।

জাল হাদীস রাসূল (সাঃ)-এর কথা নয়, তা অন্য কারো কথা।

কাজেই জাল হাদীস দিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) ইসলামের দিকে ডাকা হয় না, ডাকা হয় জাল হাদীস তৈরী কারীর বানানো নকল ইসলামের দিকে, যে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর ইসলাম ছিল পূর্ণাঙ্গ।

বর্তমানে যেমন জাল হাদীসের ছড়াছড়ি বেশী তেমন সমাজে দেখা যায় নকল ইসলামের ছড়াছড়ি ও বেশ।

এ নকল ইসলামে যেমন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নেই, তেমন নেই কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ। কাজেই সমাজে জঘন্যতম অন্যায় এবং নকল ইসলাম একই সঙ্গে চাল রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন আলো এবং আধার যেমন এক সঙ্গে থাকতে পারে না ঠিক তেমনই ইসলাম এবং জঘন্যতম অপরাধ একই সঙ্গে কোন সমাজে টিকতে পারে না।

আর তিক্ত হলেও সত্য যে এইসব জাল হাদীস, গুলো বেশী বেশী পাওয়া যায় তথাকথিত ইসলামী কিতাব গুলোর মধ্যে। যার ফলে জাল

www.pathagar.com

ইসলাম আর জঘন্যতম অপরাধ এক সঙ্গে টিকতে পারছে। আপনারা আরো জানেন বানান করে কাগজে লেখা আগুনে কিছুই পোড়াতে পারে না, কিন্তু বাস্তব আগুন সারা দুনিয়া পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে। তেমনই জাল হাদীসের মাধ্যমে ইসলাম আর বাস্তব আগুনের মত নেই, তা হয়ে পড়েছে বানান করে অক্ষরে লেখা আগুনের মত।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫